যুগান্তর

তারিখ : 17 OCT 2016
পৃষ্ঠা : ৮ কলাম : ৩

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসা শিক্ষকের বর্বরতা

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

হাতে ও পায়ে মোজা না পরার কারণে মাদ্রাসার এক শিশু ছাত্রীকে জ্বালানি কাঠ দিয়ে বেধড়ক পিটিয়েছেন শিক্ষক। এতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী মানুন খাতুন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ জান্নাতুল মাওয়া আদর্শ মহিলা মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। গোপনে ওষুধ কিনে বাড়িতে পাঠালে বিষয়টি জানাজানি হয়ে পড়ে। এরপরই অভিভাবক ও সচেতন মহলে শুরু হয় তোলপাড়। অভিযুক্ত শিক্ষক মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহর শাস্তি দাবি করেছেন তারা। অভিযোগ থেকে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সোনাতুনপুর গ্রামের দরিদ্র বকতিয়ার আলীর মেয়ে মানুন খাতুন মাদ্রাসার ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী। মঙ্গলবার সকালে সে বোরখা পরে মাদ্রাসায় যায়। মুখ থেকে শুরু করে শরীরের সব কিছু ঢাকা থাকলে হাত ও পায়ের পাতা ঢাকা ছিল না। হাতে ও পায়ে মোজা না পরার কারণে মাদ্রাসার আঙিনায় থাকা চ্যালা কাঠ দিয়ে তাকে বেদম মারধর করেন মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষক মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ। বিষয়টি বাইরের কেউই জানতে পারে না। মানুন খাতুন কয়দিন মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকলে অভিযুক্ত শিক্ষক খোঁজখবর নেন। পরে তিনি জানতে পারেন মানুন খাতুন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। শনিবার সন্ধ্যায় গোপনে তার বাড়িতে ওষুধ কিনে পাঠালে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়।